بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র যুগে আরবের বাইরে বিরোধীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানগুলির বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়কার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে আমি ১৩ হিজরীতে দামেস্ক বিজয়ের কিছু বিবরণ দিচ্ছি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সময়কালে এটিই ছিল শেষ যুদ্ধ।

হযরত আবু বকর সিরিয়ার দিকে বিভিন্ন সৈন্যবাহিনী পাঠান। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-কে একটি সৈন্যবাহিনীর আমির বানিয়ে দামেস্কের কাছে সিরিয়ার একটি প্রাচীন, বিখ্যাত ও বৃহৎ নগরী হামসে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকরের পরামর্শে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ দামেস্কে পৌঁছন এবং অন্যান্য ইসলামী সৈন্যবাহিনীকে সাথে নিয়ে এর ঘেরাও করেন এবং কুড়ি দিন কোনো ফলাফল ছাড়াই অতিবাহিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলমানরা খবর পেল যে রাজা হেরাক্লিয়াস আজনাদিনের স্থানে রোমানদের একটি ভারী বাহিনী একত্রিত করেছে। এই খবর শোনামাত্র হযরত খালিদ (রা.) বাবে শরকী থেকে রওয়ানা হয়ে বাবে জাবিয়ায় হযরত আবু উবাইদা (রা.)-এর কাছে এসে খবর দিলেন। তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের মতামত জানান। বলেন যে, আমরা দামেস্কের অবরোধ পরিত্যাগ করি এবং আজনাদিনে রোমান বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করি; যদি আল্লাহ্ আমাদের বিজয় দান করেন তবে আমরা এখানে আবার ফিরে আসব। হযরত আবু উবাইদা (রা.) বললেন, আমার মত এর বিপরীত। হযরত খালিদ হযরত আবু উবাইদার মতের সাথে সহমত হন এবং দুর্গ অবরোধ অব্যাহত রাখেন। এভাবে অবরোধের একুশ দিন অতিবাহিত হলে হযরত খালিদ মুসলমানদের আক্রমণকে আরও জোরদার করতে নির্দেশ দেন এবং নিজে বাবে শরকী থেকে একের পর এক আক্রমণ শুরু করেন। এইভাবে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন; এমন সময় লক্ষ্য করলেন যে, দুর্গের প্রাচীরের উপরে থাকা রোমানরা আনন্দে হাততালি দিচ্ছে, নাচছে এবং লাফালাফি করছে। আর

মুসলমানরা অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হযরত খালিদ একদিকে তাকালেন এবং দেখলেন যে একটি প্রকান্ড বেলুন সেদিকে উড়ছে, যার কারণে দিনের বেলাও আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে হেরাক্লিয়াসের সেনাবাহিনী দামেস্কের জনগণকে সাহায্য করতে আসছে।

হযরত খালিদ তৎক্ষণাৎ হযরত আবু উবাইদা (রা.)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে হেরাকিয়্লাসের প্রেরিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাব। আপনার কি অভিমত? হযরত আবু উবাইদা (রা.) বললেন, এটা ঠিক নয়; কারণ আমরা যদি এই স্থান ছেড়ে যাই তাহলে দুর্গবাসীরা বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আমরা রোমানদের দুই বাহিনীর মাঝে আটকে পড়ব। হযরত খালিদ (রা.) -এর নিকট এ বিষয়ে আরও মতামত জানতে চাইলে তিনি (রা.) বললেন, "একজন সাহসী ও যোদ্ধা ব্যক্তিকে বেছে নিন এবং তার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি দল পাঠান।" সেইমতো তিনি হযরত জারার ইবনে আযওয়ার (রা.)-কে নিযুক্ত করলেন এবং পাঁচশত ঘোড়সওয়ার সহযোদ্ধার সাথে রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাকে রওয়ানা করা হল। অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী সেনাবাহিনীর সংখ্যা পাঁচ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলমানরা সাহসিকতার সাথে ক্রমাগত রোমান বাহিনীকে আক্রমণ করতে থাকে। রোমান সেনাপতির পুত্র হযরত জারার (রা.)-কে আক্রমণ করে এবং তাঁর বাম হাতে বর্শা দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে দ্রুত রক্ত পড়তে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন, বর্শাটি তার বুকে আটকে যায় এবং তার বাণ ভেঙ্গে যায়, রোমান সৈন্যরা বর্শাটি খালি দেখে তার দিকে ছুটে আসে এবং তাকে বন্দী করে। এই খবর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কাছে পৌঁছলে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে ওঠেন। সঙ্গীদের কাছ থেকে রোমান সেনাবাহিনীর খবর নিয়ে তিনি হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলেন, তিনি বললেন, দামেস্ক অবরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আক্রমণ করতে পারেন।

এমন সময়ে, একজন অজানা যোদ্ধাকে একটি লাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেনাবাহিনীর সামনে বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। যার চরিত্রে বীরত্ব; প্রজ্ঞা এবং যুদ্ধ দক্ষতার লক্ষণাবলী সুস্পষ্ট ছিল। হযরত খালিদ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, যদি আমি জানতে পারতাম যে এই যোদ্ধাটি আসলে কে! ইসলামী বাহিনী কাফেরদের নিকটে পৌঁছলে তিনি এমন বিক্রমের সাথে তাদের আক্রমণ করেন, যেমন একটি বাজপাখি চড়ুইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর একক আক্রমণ শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করে মৃতদেহের স্তুপ তৈরী করে ফেলে। হযরত খালিদের বার বার জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আমি জারারের বোন খুলা বিনতে আজওয়ার। আমার ভাইয়ের গ্রেফতারের খবর পেয়ে আমি তাই'ই করলাম যা আপনি এক্ষণে প্রত্যক্ষ করলেন।

হযরত খালিদের শক্তিশালী আক্রমণের ফলে রোমানদের অবস্থা বেগতিক হয়ে যায়। এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। হযরত রাফি (রা.), যিনি সাহসিকতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন, হযরত খালিদ তাঁকে বললেন ঃ আপনি রাস্তা সম্পর্কে অবগত আছেন। পছন্দ মতো যুবকদের সাথে নিয়ে হিমস পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বেই হযরত জারারকে উদ্ধার করুন এবং আপন প্রভু (আল্লাহ্)-এর সন্নিধান হতে পুরষ্কৃত হন। তিনি চলে যাবার উপক্রম হলে হযরত খুলাও তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং অনুমতি পেলেন। পরবর্তীতে হামলার ফলে খোদা তাআলা হযরত জারারকে মুক্তি প্রদান করেন।

অপরদিকে, ইসলামী বাহিনী দামেস্কে অবস্থান করছিল এবং দুর্গ অবরোধ অব্যাহত ছিল। তখন হযরত ইবাদ বিন সাঈদ (রা.) বসরা থেকে হযরত খালিদের কাছে এসে খবর দেন যে নব্বই হাজার রোমান

আজনাদিনে সমবেত হয়েছে। হযরত খালিদ হযরত আবু উবাইদা (রা.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং তিনি বললেন, আমাদের বাহিনী সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই তাদের সবাইকে চিঠি লিখুন যাতে তারা আজনাদিনে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। আর আমরাও এখন দামেস্ক দুর্গ অবরোধ ত্যাগ করে আজনাদিন অভিমুখে রওয়ানা হব। একদিকে মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী যাত্রা শুরু করে; আর অন্যদিকে দামেস্কবাসীরা বোলুস নামে এক ব্যক্তির কাছে জড়ো হয়, যে হেরাকিয়্লাসের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং উচ্চ মানের তীরন্দাজ ছিল, সে আগে কখনো কোনও যুদ্ধে সাহাবীদের মুখোমুখি হয়নি। সে তাকে আমির বানিয়ে সকল প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রলুব্ধ করে। অতঃপর সে দ্রুত ছয় হাজার ঘোড়সওয়ার এবং দশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়। হযরত আবু উবাইদাহ বোলুসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এমন সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী এমনভাবে আক্রমণ করেছিল যে দামেস্ক থেকে আগত আক্রমণকারী রোমানরা তাদের পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত জারার আগুনের শিখার মত বোলুসের দিকে এগিয়ে গেলেন। সে তাঁকে দেখে চিনতে পারল এবং কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে পালিয়ে গেল। তিনি তাকে তাড়া করে বন্দী করলেন। এই যুদ্ধে কাফেরদের ছয় হাজার পুরুষের মধ্যে মাত্র একশত পুরুষ বেঁচে যায়। অন্যদিকে বোলুসের ভাই বাতরস পদাতিক বাহিনী নিয়ে মহিলাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং কয়েকজন নারীকে বন্দী করে দামেস্কে ফিরে আসে। হযরত খুলার বন্দিদশায় হযরত জারার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এতে হযরত খালিদ তাঁকে সান্ত্বনা দেন। তিনি তাঁর সাথে দুই হাজার সৈন্য নিয়ে যান এবং অবশিষ্ট সমস্ত বাহিনীকে হযরত আবু উবাইদা (রা.)-এর কাছে মহিলাদের রক্ষা করার জন্য পাঠান। তিনি নিজেও বন্দী মহিলাদের খোঁজে বের হলেন।

যেখানে নারীদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন যে সেখানে বেলুন উড়ছে। তিনি আশ্চর্য হলেন যে এখানে কেন লড়াই হচ্ছে! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বুতরাস নারীদের আটক করে নদীর ধারে এনে তার ভাই বোলুসের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তারা নারীদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছিল। এই নারীদের অধিকাংশই ছিল সাহসী, অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার এবং সকল প্রকার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তারা একত্রিত হল; হযরত খুলা তাদের সম্বোধন করলেন এবং তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে তাদের মনে সাহস সঞ্চার করলেন। তারা তাদের তাঁবুর খুঁটির সাহায্যে শৃঙ্খলের সংযোগের ন্যায় যখন শত্রুকে আক্রমণ করল, রোমানরা এই নারীদের সাহস ও বীরত্ব দেখে বিস্মিত হল। শত্রুরা আবার প্রস্তুতি নিল, কিন্তু প্রাথমিক আক্রমণের আগেই হযরত খালিদের নেতৃত্বে মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে গেল। বুতরাস মুসলমানদের দেখে চিন্তায় পালাতে শুরু করে। হযরত জারার (রা.) তার বর্শার প্রবল আঘাতে তাকে হত্যা করে। একইভাবে ভাই-এর পরিণতির কথা শুনে হযরত খালিদ কর্তৃক বোলুসকে তার ইচ্ছানুযায়ী হত্যা করা হয়।

আজনাদিন বিজয়ের পর হযরত খালিদ ইসলামী বাহিনীকে আবার দামেস্কের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। দামেস্কের জনগণ আজনাদিনে রোমান বাহিনীর পরাজয়ের খবর আগেই পেয়ে গিয়েছিল, তারা দামেস্কে ইসলামী সেনাবাহিনীর আগমনের খবর শুনে খুবই ভীত হয়ে পড়ে। দামেস্কের উপকণ্ঠের বাসিন্দারা পালিয়ে গিয়ে দুর্গে আশ্রয় নেয়, প্রচুর পরিমাণে শস্য ও ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ করে এবং অবরোধকারীদের আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রীও তারা সংগ্রহ করে। দামাস্কাসের কাছে ইসলামী সৈন্যবাহিনী তাদের শিবির স্থাপন করে; তারপর এগিয়ে গিয়ে তারা দুর্গ ঘেরাও করে। দামেস্কের নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের শাসক তৌমাকে (রাজা হেরাক্লিয়াস-এর জামাতা) হেরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য চাইতে বা মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু সে ঔদ্ধত্য ও অহংকার দেখায়।

এবং মুসলমানদের উপর কঠোরভাবে আক্রমণ করার নির্দেশ জারি করে। ফলতঃ অনেক মুসলমান আহত ও শহীদ হন, তাদের মধ্যে হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)ও ছিলেন; যার নববধূ হযরত উম্মে আবান দৃঢ় সংকল্পের সাথে বীর বিক্রমে যদ্ধ চালিয়ে যান এবং তার তীর দিয়ে বহু রোমানকে হত্যা করেন। এইভাবে একবার সুযোগ পেয়েই তিনি তৌমার চোখে তীর নিক্ষেপ করে তাকে একচোখে চিরতরে অন্ধ করে দেন। এ কারণে তৌমা তার সেনাবাহিনী নিয়ে দুর্গে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

মুসলমানরা দামেস্কের উপর কঠোর অবরোধ চালিয়েছিল। এমনকি যখন দামেস্কের অধিবাসীরা নিশ্চিত হয়ে যায় যে তাদের কাছে আর সাহায্য পৌঁছবে না, তখন তাদের মধ্যে দুর্বলতা ও ভীতি সৃষ্টি হয়। আর তারা প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয়। মুসলমানদের অন্তরে তাদেরকে পরাস্ত করার বাসনা প্রবল হয় এবং তাদের অবরোধ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) কয়েকটি দড়ি জোগাড় করে সেগুলি সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে দেয়াল বেয়ে নেমে দামেস্কে প্রবেশের পরিকল্পনা করেন। এই কৌশল অবলম্বন করে ইসলামী বাহিনী দামেস্কে প্রবেশ করে। শহরের কেন্দ্রস্থলে চার ইসলামী নেতা একে অপরের সাথে দেখা করেন। যদিও হযরত খালিদ যুদ্ধ করে দামেস্কের একটি অংশ জয় করেছিলেন, কিন্তু হযরত আবু উবাইদাহ যেহেতু শান্তি মেনে নিয়েছিলেন তাই বিজিত এলাকায়ও শান্তির শর্ত গৃহীত হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনের বাকি দিকগুলো ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষে হুযুর আনোয়ার জনাব উমর আবু আরকোব সাহেব দক্ষিণ ফিলিস্তিনের সাবেক প্রেসিডেন্ট, মিঠ্ঠির প্রথম আহমদী; থারপারকার, সিন্ধ নিবাসী পাকিস্তানের জনাব শেখ নাসের আহমদ সাহেব, ওয়াকফে জাদিদের সাবেক মোয়াল্লেম জনাব মালিক সুলতান আহমদ সাহেব এবং পাকিস্তানের মান্ডি বাহাউদ্দীন নিবাসী জনাব মেহবুব আহমদ রাজিকী সাহেবের বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং জুম'আর নামাজের পর গায়েবানা জানাজা পড়ার ঘোষনা প্রদান করেন। ।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
2 September 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt.........................*Pin*.........*W.B*

To,
____
____
____
____

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in